অধ্যক্ষ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত সকল মেডিকেল কলেজ

বিষয় ঃ- **নতুন কারিকুলামের ২০২০ সনের মে মাসের ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার ফরম ও ফিস্ জমা দেওয়া প্রসংগে।**

জনাব,

নতুন কারিকুলামের ২০২০ সনের মে মাসের ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস. সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আপনার কলেজের পরীক্ষার্থীদের অনলাইনে ফরমপূরণ ও ফিস্ বিনা বিলম্ব ফিসে আগামী ১৫/১০/২০২০ তারিখের মধ্যে ফরমপূরণ কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করে অত্র অফিসে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল। **"www.ducmc.com"** এই লিংকে প্রবেশ করে ফরমপূরণের সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থী নিজেই সম্পন্ন করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য যে, ১৫/১০/২০২০ তারিখের পর সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাইবে তাই আর কোন পরীক্ষার্থীর ফরমপূরণ ও ফিস্ জমা নেওয়া সম্ভব হইবে না।

পরীক্ষার ফিস্ ও অন্যান্য ফিসের হার

(ক) ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস.পরীক্ষার
প্রতি বিষয়ের জন্য পরীক্ষার ফিস্ ----------১,২০০/০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা।

(খ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্র ফিস্----------৪৫০/০০ (চার শত পঞ্চাশ) টাকা।

(গ) অনিয়মিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর রিটেনশন ফিস্----------৭৫০/০০ (সাত শত পঞ্চাশ) টাকা

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে ফরম ও ফিস্ দাখিল করিতে হইবে ঃ

১। দেয় ফিসের টাকা **"Fees from the Constituent College"** এই শিরোনামে পে-অর্ডার/ডিডি তৈয়ার করিয়া ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হইবে। পে-অর্ডার/ডিডি অবশ্যই হিসাবে দেয় (A/C Payee) হইতে হইবে।

২। যে সকল পরীক্ষার্থী পূর্ববর্তী যে কোন পরীক্ষায় (ফাইনাল পেশাগত) যে কোন বিষয়ে রেফার্ড পাইয়াছে সেই সকল পরীক্ষার্থীকে **"Irregular"** পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং রিটেনশন ফিস্ পরিশোধ করিতে হইবে।

৩। যে সকল পরীক্ষার্থী পূর্ববর্তী কোন পরীক্ষায় (ফাইনাল পেশাগত) কোন বিষয়েই রেফার্ড পায় নাই কেবলমাত্র সেই সকল পরীক্ষার্থীকে **"Regular"** পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৪। পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে ফরমপূরণের সময় পরীক্ষার্থী **"Regular"** অথবা **"Irregular"** কি না তা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

৫। প্রত্যেক বিষয়ের ক্লাশে ছাত্র/ছাত্রীদের কমপক্ষে ৭৫% হাজিরা থাকিতে হইবে। পরীক্ষার্থীরা অনলাইন ফরমপূরণ সম্পন্ন করার পর পরীক্ষার্থীর নাম, তাহাদের পূর্ববর্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটের সঙ্গে যাচাই করিতে হইবে এবং অনলাইনে পরীক্ষার্থীর **"No. of lectures"**, **"No. of demonstartions"**, **"Practical & Clinical Classes"**, **"Tutorials"**, **"Remarks"** ঘরসমূহ পূরণ করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীকে **"Verify"** করিবেন।

৬। পরীক্ষার্থী অনলাইনে ফরমপূরণের পর পূরণকৃত ফরম ডাউনলোড করিতে হইবে। ডাউনলোডকৃত ফরমে পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর করিয়া কলেজে জামা দিতে হইবে।

৭। কলেজ কর্তৃক **"Verify"** কৃত পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হইবে। শুধু তাহারাই **"Admit Card"** ডাউনলোড করিতে পারিবে।

৮। ফরমে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিলে প্রদত্ত পরীক্ষা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। কলেজের অধিভুক্তি নবায়নের ফটোকপি সত্যায়িত করিয়া জমা দিতে হইবে।

১০। ফিস্ দাখিলের ক্ষেত্রে ডাকযোগে না পাঠাইয়া কলেজের লোক মারফত অত্র অফিসে দাখিল করিতে হইবে। এই জন্য কোন টি.এ./ডি.এ. দেওয়া হইবে না।

১১। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের সর্বশেষ পেশাগত পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্র এর সত্যায়িত কপি অনলাইনে ফরমপূরণের সময় আপলোড করিবে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ **"Verify"** করিতে হইবে।

১২। ফরওয়ারডিং লেটার এর মাধ্যমে ডিডি/পে-অর্ডার জমা দিতে হইবে এবং ফিসের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

১৩। পর পর ০৪ (চার) বার অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা ৫ম বারের জন্য আসন্ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। চিকিৎসা অনুষদের ডিন মহোদয়ের অনুমতি নিয়া পর পর ০৪ (চার) বার অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা ৬ষ্ঠ বারের জন্য আসন্ন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের ডিডি/পে-অর্ডার জমা দেওয়া যাইবে না।

১৫। **প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে সকল পরীক্ষার্থীর ফরম ও ফিস্ একবারে প্রেরণ করিতে হইবে। ফরম ও ফিস্ বার বার প্রেরণ করা যাইবে না।**

১৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন পরীক্ষার্থীর ফরম ও ফিস্ জমা দেওয়া যাইবে না।

প্রশাসনিক ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর/-
(মোঃ বাহালুল হক চৌধুরী)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তারিখঃ ২২/০৯/২০২০ ইং

মেমো নং-বিজ্ঞাঃ-১ /শা- কোর্স/প.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল।

১। ডিন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(মোঃ বাহালুল হক চৌধুরী)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।